তারিখ ... 05 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

প্রথম আলো

কম দামে পাঠ্যবই ছাপার উদ্যোগ

ব্যাখ্যা চেয়েছে বিশ্বব্যাংক

বিশেষ প্রতিনিধি ●

অর্থদাতা প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংক প্রাথমিকের বই ছাপা-সংক্রান্ত *প্রথম আলোর* খবরের ব্যাখ্যা চেয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কাছে। আজ বুধবার এনসিটিবির একটি দল বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ে গিয়ে ব্যাখ্যা দেবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে এনসিটিবিকে কাল কমিটির সভায় অংশ নিতে বলেছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আজ বুধবার বোর্ড সভা ডেকেছে এনসিটিবি। গতকাল মঙ্গলবার ২২ মুদ্রাকর ও

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

বিশ্বব্যাংক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রকাশককে কার্যাদেশ দেওয়ার অনুমতি দেয়নি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এনসিটিবি এই অনুমতি চেয়েছিল মন্ত্রণালয়ের কাছে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র পাল *প্রথম আলোকে* বলেন, যেকোনো উপায়ে ১ জানুয়ারি নতুন বই দিতে হবে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বোর্ড সভা ডাকা হয়েছে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।

এদিকে দরপত্রে অংশ নেওয়া একাধিক মুদ্রাকর নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এখন যে সময় আছে, তাতে নতুন করে দরপত্র ডেকে কার্যাদেশ দেওয়ার সুযোগ নেই। তাই তারা খুব শিগগির কার্যাদেশ পেয়ে যাবেন বলে আশা করছেন। প্রাথমিকের পাঠ্যবই ছাপার কাজ পেতে প্রাক্কলিত দরের চেয়ে জোট বেঁধে অবিশ্বাস্য কম দর দেন ২২ মুদ্রাকর ও প্রকাশক।

গত বছরের দরপত্রমূল্য এবং বাজারদর পর্যালোচনা করে এনসিটিবি শুধু প্রাথমিক স্তরের বই ছাপার জন্য ৩৩০ কোটি টাকা খরচের বিষয়টি প্রাক্কলন করে। কিন্তু প্রাথমিকে ২২ জন এবং প্রাক-প্রাথমিকে দুজন মুদ্রাকর ও প্রকাশক জোটবদ্ধ হয়ে ২২১ কোটি টাকায় এ কাজ নিয়েছে। ফলে সরকার যে টাকায় কাজ করাতে চায়, মুদ্রাকর ও প্রকাশকেরা তার চেয়ে ১০৯ কোটি টাকা কমে কাজ করে দিতে আগ্রহী।

জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি মোতাহার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, জোটবদ্ধ হয়ে তাঁরা যে কাজটি করেছেন, সেটি ন্যক্কারজনক। তবে সংসদীয় কমিটি তাঁদের কাজ দিয়ে শক্ত হাতে পাঠ্যবই বুঝে নেওয়ার পক্ষে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক সাবেক এই প্রতিমন্ত্রী জানান, আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করায় এক রঙের বই যেখানে ৫৩ টাকায় ছাড়া হতো, সেখানে চার রঙের বই ছাপার জন্য তারা ৩৪ টাকা দর দেয়। বিদেশি প্রতিষ্ঠান অংশ নেওয়ায় তাদের সিন্ডিকেট ভেঙে যায়। এতে সরকারের প্রায় ১০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছিল। কিন্তু এবার বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে ঠেকাতে তাঁরা যা করেছেন, তাতে কিছু ঝামেলা তৈরির আশঙ্কা অমূলক নয়।

মোতাহার হোসেন জানান, বই ছাপা, তদারকি ও বুঝে নেওয়ার জন্য সংসদীয় কমিটির পাঁচ সদস্যকে দিয়ে একটি কমিটি করা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মুদ্রাকর বলেন, আন্তর্জাতিক দরপত্র ডেকে বিদেশিদের বেশি সুবিধা দেওয়ায় অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। এবার কাজ না পাওয়ার আশঙ্কায় তাঁরা জোট বেঁধে প্রাক্কলিত দরের চেয়ে কম দর দিয়েছেন।